সম্পূর্ণ হওয়া প্রকল্প সঠিক সময়ে উদ্বোধন হলে নতুন উচ্চতায় পৌঁছবে ভারত : মোদী

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট : পূর্বতন সরকার অর্থাৎ ইউপিএ সরকারের অসম্পূর্ণ ঝিমিয়ে পড়া প্রকল্পগুলিকে দ্রুত শেষ করার উপর জোর দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী এখন রাজস্থান সফরে গিয়েছেন। উদয়পুরে মঙ্গলবার এক জনসভায় তিনি বলেছেন, বেশকিছু প্রকল্পের উদ্বোধন করতে চলেছে তাঁর সরকার। যেসব প্রকল্প বছরের পর বছর ধরে অসমাপ্ত অবস্থায় পড়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর দাবি, কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের এখন মূল লক্ষ্য সব প্রকল্প সময়ে শেষ করা। প্রকল্পগুলি সময়ে

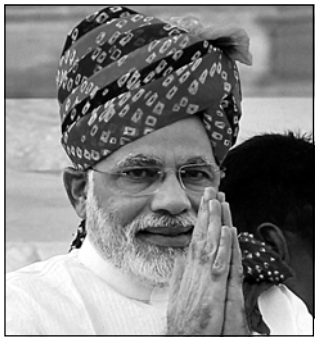

শেষ করার কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে।

সড়ক এবং পরিকাঠামোর গুরুত্ব সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, এখন প্রয়োজন দেশকে এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়া। সেই উচ্চতায় পৌঁছে দিতে হলে পরিকাঠামো, রেল, সড়ক এবং সড়ক যোগাযোগের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ দিয়ে তিনি বলেন, সড়ক শুধু রাজস্থান ও সারা দেশের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তুলছে না। এই সড়ক ব্যবস্থা হল উন্নতির প্রবেশদ্বার। উদয়পুরে একটি জনসভায় ভাষণ দিচ্ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেখানে ভাষণ দেওয়ার সময়ই মোদী বলেন, সড়ক যদি চমৎকার হয়, তবে তা রাজস্থানের উন্নতিতে সাহায্য করবে। পর্যটন ব্যবস্থা চাঙ্গা হবে। এই পর্যটন ব্যবস্থাকে চাঙ্গা করতে রাজস্থান জুড়ে সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ককে শক্তিশালী করে তোলা প্রয়োজন।

উদয়পুরের সভায় রাজস্থানবাসীকে আশ্বাস দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, রাজস্থানে ১৫ হাজার কোটি টাকার একাধিক প্রকল্পের উদ্বোধন হবে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ১১ জাতীয় সড়ক। ৮৭৩ কিলোমিটার দীর্ঘপথ কভার করবে এই জাতীয় সড়ক। রাজস্থানের উন্নতিতে পর্যটনের গুরুত্ব তিনি বুঝিয়ে বলেন। পর্যটকরা এলে স্থানীয় মানুষের আর্থিক সুবিধা হবে বলে দাবি করেন প্রধানমন্ত্রী। বন্যাদুর্গত এই রাজ্যের সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, বন্যার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য রাজস্থানের মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করতে তৈরি কেন্দ্র।

রেল বার্তা

বন্যার কারণে বুধবারও বাতিল হতে পারে যেসব ট্রেন

স্টাফ রিপোর্টার : বন্যার কারণে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল ব্যবস্থা যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বেশ কয়েকদিন ধরে হাওড়া/শিয়ালদহ/কলকাতা স্টেশন থেকে উত্তরবঙ্গ ও অসমগামী একাধিক ট্রেন বাতিল করতে হয়েছে। এই কারণেই বুধবার (৩০.৮.২০১৭) হাওড়া/শিয়ালদহ/কলকাতা স্টেশন থেকে একাধিক ট্রেন বাতিল করা হতে পারে। যেসব ট্রেন বাতিল হতে পারে সেগুলি হল :—

১) ২৫৬৫৭ আপ শিয়ালদহ-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস
২) ১৩১৪১ আপ শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার তিস্তা তোর্ষা এক্সপ্রেস
৩) ১২০৪১ আপ হাওড়া-নিউ জলপাইগুড়ি শতাব্দী এক্সপ্রেস
৪) ১২৩৪৫ আপ হাওড়া-ওয়াহাটি সরাইঘাট এক্সপ্রেস
৫) ১৫৯৫৯ আপ হাওড়া-ডিব্রুগড় কামরূপ এক্সপ্রেস
৬) ১৩১৪৫ আপ কলকাতা-রাধিকাপুর এক্সপ্রেস
৭) ১৩১৪৭ আপ শিয়ালদহ-নিউ কোচবিহার উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস
৮) ১৩১৪৯ আপ শিয়ালদহ- আলিপুরদুয়ার জংশন কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস
৯) ১২৩৪৩ আপ শিয়ালদহ-নিউ জলপাইগুড়ি দার্জিলিং মেল
১০) ১২৩৭৭ আপ শিয়ালদহ-নিউ আলিপুরদুয়ার পদাতিক এক্সপ্রেস
১১) ১২৫২৫ আপ কলকাতা-ডিব্রুগড় এক্সপ্রেস।

জল থইথই রাস্তায় বেলাগাড়িতে মঙ্গলবার এক বাঁশি বিক্রেতা মনের আনন্দে বাঁশি বাজাচ্ছেন।

গোধরা কাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় স্থান মেরামতে অর্থ দিতে হবে না গুজরাত সরকারকে : সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি/আহমেদাবাদ, ২৯ আগস্ট : রাজ্য সরকারকে স্বস্তি দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট মঙ্গলবার গুজরাত হাইকোর্টের রায় খারিজ করে দিল। ২০০২ সালে গোধরা কাণ্ডের জেরে দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় স্থানগুলি মেরামত অথবা পুনর্নির্মাণের জন্য রাজ্য সরকারকে অর্থ দেওয়ার কথা বলেছিল হাইকোর্ট। সুপ্রিম কোর্টের সদ্য নিযুক্ত প্রধান বিচারপতি দীপক মিশ্র এবং বিচারপতি পি সি পন্থের বেঞ্চ গুজরাত হাইকোর্টের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে রাজ্য সরকারের আবেদনে সাড়া দিল। মাত্র একদিন আগেই আসারাম বাপু মামলার গতি মন্থর হওয়ায় গুজরাত সরকারকে তিরস্কৃত করে শীর্ষ আদালত। কাজেই মঙ্গলবার এই রায় অনেকটাই স্বস্তি দিল তাদের। এদিন সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারের হয়ে হাজির ছিলেন অতিরিক্ত সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। মেহতা শীর্ষ আদালতে রাজ্য সরকারের আবেদনের শুনানির সময় জানান, গুজরাট হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানালেও রাজ্য সরকার ২০০২ গোধরা কাণ্ডের পরবর্তী সময়ের দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন ধর্মীয় স্থান, লোকান ও বাড়ি মেরামত ও পুনর্নির্মাণের জন্য সৌজন্য হিসেবে ৫০ হাজার টাকা করে দিতে রাজি।

এই স্কিম গ্রহণ করলেও সমস্ত ধর্মীয় স্থান মেরামত বা পুনর্নির্মাণের দায়িত্ব গ্রহণ করা রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব নয় বলে জানান মেহতা। রাজ্য সরকারের দায়ের করা আবেদনের শুনানির সময়ই সুপ্রিম কোর্ট জানায়, গোধরা কাণ্ডের সময় ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় স্থানগুলি মেরামতির জন্য রাজ্য সরকারকে অর্থ দিতে হবে না।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের এপ্রিল মাসে সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছিল, আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কারণে ধর্মীয় স্থানগুলির মেরামত বা পুনর্নির্মাণে রাজ্য সরকারকে অর্থ সাহায্যের নির্দেশ দিতে পারে আদালত। কিন্তু শীর্ষ আদালত সেই নির্দেশ স্থগিত রেখে রাজ্য সরকারকে ফের লিখিত আবেদনের জন্য নির্দেশ দেয়। ২০১২ সালে গুজরাত হাইকোর্ট রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দেয়, গোধরা পরবর্তী দাঙ্গায় ক্ষতিগ্রস্ত ৫০০ ধর্মীয় স্থানের মেরামতের জন্য রাজ্য সরকার ক্ষতিপূরণ দেবে। এই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে গুজরাত সরকার আবেদন করে। এদিন সুপ্রিম কোর্টে তারই শুনানি ছিল। সুপ্রিম কোর্টের এই রায় আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে অবশ্যই স্বস্তি দিল বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকারকে। অতি সম্প্রতি শীর্ষ আদালতে বিভিন্ন মামলায় রাজ্য সরকারকে তিরস্কার করা হয়। এছাড়া রাজ্যসভার ভোটে সোনিয়া গান্ধির রাজনৈতিক সচিব আহমেদ প্যাটেলকে হারানোর জন্য বিজেপির যাবতীয় হুক বানচাল হয়ে যায়। এভাবে বিভিন্ন ঘটনায় একের পর এক পর্যুদস্ত হয়ে রাজ্য সরকার ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছিল। এদিন শীর্ষ আদালতের রায়ের ফলে তারা মানসিকভাবে চাঙ্গা তো হলই, আর্থিক দিক থেকেও বিপুল অর্থ খরচের হাত থেকে রেহাই পেল বলা যায়। এই রায় স্বস্তি দেবে নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহদেরও।

ভারী বৃষ্টির কারণে মুম্বইয়ে প্রবল জলোচ্ছ্বাসের সম্ভাবনা

মুম্বই, ২৯ আগস্ট : মুম্বইয়ে গত দু'দিন ধরে অবিরাম বৃষ্টির কারণে স্বাভাবিক জনজীবন বিপন্ন হয়েছে। সর্বত্র প্রচুর জল জমায় বিপর্যস্ত হয়েছে পরিবহণ ব্যবস্থা। অবিরাম বর্ষণের কারণে পশ্চিম রেলের তরফে একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল করা হয়েছে। মধ্য মহারাষ্ট্রে, বিশেষ করে উত্তর কোঙ্কন অঞ্চলে আবহাওয়া দফতর মঙ্গলবার প্রবল বর্ষণের ইঙ্গিত দিয়েছে। মুম্বই লোকাল ট্রেনের তিনটি লাইনই বিপর্যস্ত হওয়ায় একাধিক লোকাল ট্রেন বাতিল হয়ে গেছে। ফলে বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ। মুম্বইতে এই ঘটনা অবশ্য নতুন নয়। গত কয়েকবছর ধরেই প্রবল বর্ষণের কারণে সেখানে একাধিক দিন বন্ধ থাকে লোকাল ট্রেন ও অন্যান্য যানবাহন।

তবে মঙ্গলবার পরিস্থিতির আরও অবনতির আশঙ্কায় দেবেন্দ্র ফড়নবিশ সরকার যাবতীয় স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছে। ৩.২৫ মিনিট নাগাদ সরকার এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। কারণ জল জমেছে শহরের বহু এলাকায়। এইসব এলাকাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, দাদার, মাতুঙ্গা, কিং সার্কেলস, ঘাটকোপার, বিদ্যাবিহার, সান্তাক্রুজ, ভারালা, হিন্দমাতা, সায়ন, চেম্বুর, কাঞ্জুরমার্গ ও কুরলা। প্রবল বর্ষণের কারণে মহারাষ্ট্র সরকার কর্মীদেরও দ্রুত বাড়ি ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছে।

জল জমে বন্ধ হয়ে গেছে মিলান ও আন্ধেরি সাবওয়ে। মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, অধিকাংশ রাস্তাতেই বিপুল পরিমাণ জল জমায় গাড়ি এগোচ্ছে অত্যন্ত ধীর গতিতে। ফলে যানজটে আটকে পড়ছেন মানুষ। মুম্বই পুলিশ বি কে সি এবং পূর্ব বান্দ্রার দিকে না যাওয়ার জন্য সাধারণ মানুষকে সতর্ক করে দিয়েছে। অবিরাম বৃষ্টির কারণে দৃশ্যমানতা কমে যাওয়ায় বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ বাধ্য হয়েছে বেশকিছু বিমান ঘুরিয়ে দিতে। মঙ্গলবারও মুম্বইয়ে ১০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টির কথা জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। সে কারণে মানুষকে খুব প্রয়োজন না হলে বাড়িতে থাকারই অনুরোধ করা হয়েছে।

২টি অপরাধ মামলায় ছাড়া পেলেও কাটল না স্বঘোষিত ধর্মগুরু রামপালের বন্দিদশা

হিসার, ২৯ আগস্ট : সদ্য আর এক স্বঘোষিত ধর্মগুরু গুরমিত রাম রহিম সিংকে জেলে পাঠিয়েছে পাঁচকুলার সিবিআই আদালত। তাকে নিয়ে ভক্তদের তাণ্ডবে ৩৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। মঙ্গলবার হিসারে স্থানীয় আদালত আর এক স্বঘোষিত ধর্মগুরু সন্ত রামপালকে দু'টি অপরাধ মামলায় মুক্তি দিলেও তার বন্দিদশা কাটল না। জেলেই থাকতে হবে এই স্বঘোষিত ধর্মগুরুকে। কারণ তার বিরুদ্ধে আদালতের অন্য মামলাগুলি ঝুলে রয়েছে। ভারতীয় দণ্ডবিধির বিভিন্ন ধারায় অভিযুক্ত হয়েছেন রামপাল।

মঙ্গলবার স্থানীয় আদালত তাকে ৪২৬ ও ৪২৭ ধারায় দু'টি মামলা থেকে রেহাই দেয়। রামপালের আইনজীবী এ পি সিং একে সত্যের জয় বলে চিহ্নিত করলেও কিছুক্ষণ পরেই জানতে পারে, তার মক্কেলের বন্দিদশা আপাতত কাটল না। এই রায় দেওয়া হল ডেরা সম্প্রদায়ের প্রধান গুরমিত রাম রহিম সিংকে আদালত ২০ বছরের জন্য জেলে পাঠানোর ঠিক একদিন পরে। একে এক আশ্চর্য সমাপতনও বলা যেতে পারে।

২০১৪ সালে পুলিশ রামপালকে গ্রেফতার করে হিসার জেলে পাঠায়। কিন্তু হরিয়ানার এই বাবাকে খুনের অভিযোগে গ্রেফতার করা পুলিশের পক্ষে সহজ হয়নি। গ্রেফতার করা দূরে থাক, পুলিশ প্রথমে আশ্রমের মধ্যেই ঢুকতে পারেনি। শেষে সেনা-পুলিশের যৌথ অভিযানে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ধর্ষণ ও যৌন নিগ্রহের অভিযোগও রয়েছে সন্ত রামপালের বিরুদ্ধে।

রামপালের নাকি নিজস্ব 'সাধিকা' নামে মহিলা ভক্তদের নিয়ে একটি দল ছিল। তাদের নানারকম কাজে ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে নিজেও যৌন নিগ্রহ করতেন নিয়মিত। ২০১৪ সালের নভেম্বর মাসে ২৭ বছরের এক মহিলা প্রকাশ্যেই বাবাজির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনেন। এছাড়া সমস্ত ভক্তদের নিয়ে রোহতকে গ্রামবাসীদের উপর গুলি চালানোর অভিযোগও প্রমাণিত হয় তার বিরুদ্ধে। এই গুলি চালানোর ঘটনায় এক ব্যক্তি নিহত হন। আহত হন অনেকে।

এরপরই সন্ত রামপালকে গ্রেফতার করা হয়। এই স্বঘোষিত ধর্মগুরুরও হিসারের আর এক স্বঘোষিত ধর্মগুরু সম্পত্তি জেলবন্দি গুরমিত রাম রহিম সিংয়ের মতো কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে। পাঞ্জাব, হরিয়ানা ছাড়াও অন্যান্য জায়গাতেও তার আশ্রম রয়েছে। রাজনৈতিক নেতাদের উপরেও যথেষ্ট প্রভাব রয়েছে সন্ত রামপালের। তবুও এ যাত্রায় তার জেলজীবন কাটল না।

বৃষ্টি না থাকলেই প্রবল গরম। মঙ্গলবার ঝাড়খণ্ডের চাতরা জেলায় প্রবল গরমে পুকুরে নেমে শরীর শীতল করার প্রয়াস মোষেদের।

ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশে নিয়োগে চিনা ভাষা জানা আবশ্যিক হচ্ছে

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট : নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে চিনা ভাষা ম্যান্ডারিন এবং চিন অধিকৃত তিব্বতের মানুষ ব্যবহার করেন এমন একটি চিনা ভাষা আবশ্যিক করা হবে ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশে। ডোকালামে ভারতীয় ও চিনা সেনার মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি নিয়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, তার পরিপ্রেক্ষিতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে আইটিবিপি।

কারণ সীমান্ত সমস্যার সময় বাহিনীর অধিকাংশ অফিসার ও কর্মীর চিনা ভাষা জানা না থাকায় যথেষ্ট অসুবিধার সৃষ্টি হয়। আইটিবিপি সূত্রে জানা গেছে, ৯০ হাজার সেনার এই শক্তিশালী বাহিনীতে মাত্র ১৫০ জন অফিসার চিনা ভাষা জানেন। ফলে ভারত-চিন দীর্ঘ সীমান্ত পাহারার কাজে ভাষা সমস্যা দু'দেশের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষেত্রে বড় অন্তরায় হয়ে উঠছে। তাও আবার অধিকাংশ অফিসারই এই ভাষাটি শেখেন তাদের প্রশিক্ষণ চলাকালীন। নিয়োগের সময় তারা চিনা ভাষা জানেন কি না, সেদিকে নিয়োগকর্তারা তেমন গুরুত্ব দেন না। কিন্তু ডোকালামে সীমান্ত বিরোধের সময় পরিস্থিতি গুরুতর হওয়ায় চিনা ভাষা জানা অফিসার ও সেনার প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই আইটিবিপি'র পুরো বাহিনীতে চিনা ভাষা শেখানোর প্রশিক্ষণ দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে। যাতে তারা সহজেই চিনা সেনার সঙ্গে কথাবার্তা বলে পরিস্থিতি সহজ করতে পারে। এই উদ্দেশ্যে মুসৌরির ট্রেনিং অ্যাকাডেমিতে ইতিমধ্যেই ১২ জন চিনা ভাষায় পারদর্শী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছে। স্থির হয়েছে, এখন থেকে বাহিনীতে নিয়োগের আগে চিনা ভাষার পরীক্ষা নেওয়া হবে।

রাজনাথ, যোগী আদিত্যনাথ ৫ সেপ্টেম্বর উদ্বোধন করবেন লখনউ মেট্রো'র

লখনউ, ২৯ আগস্ট: কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ সিং ও উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ৫ সেপ্টেম্বর লখনউ মেট্রোর উদ্বোধন করবেন। রাজ্য সরকারের এক মুখপাত্র একথা জানিয়েছেন। প্রসঙ্গত, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রাজনাথ উত্তর প্রদেশ থেকে লোকসভায় সাংসদ নির্বাচিত হয়েছেন।

দেশের বিভিন্ন স্থানে ইতিমধ্যেই মেট্রো চলতে শুরু করলেও উত্তর প্রদেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজ্যে মেট্রো রেল এখনও অধরা। শেষ পর্যন্ত মেট্রো রেলের উদ্বোধনের দিন স্থির হলেও লখনউ মেট্রোর উদ্বোধন নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। রাজ্যের তথ্য দফতরের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি অবনীশ কুমার অবস্থি সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, ৫ সেপ্টেম্বর শিক্ষক দিবস। সেইজন্য ওইদিনই মেট্রো রেল উদ্বোধনের দিন স্থির হয়েছে।

উদ্বোধনের দিন ৫ জোড়া ট্রেন চালানো হবে লখনউয়ের ট্রান্সপোর্ট নগর থেকে চারবাগ স্টেশন পর্যন্ত। কিন্তু সাধারণ মানুষ ট্রেনে চড়তে পারবেন ৬ সেপ্টেম্বর থেকে। ওইদিনই সকলের জন্য মেট্রো পরিষেবা শুরু হবে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধনে হাজির থাকবেন একাধিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

লখনউ মেট্রো রেল কর্পোরেশনের এক মুখপাত্রের দাবি, প্রতিদিন সকাল ৬টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ট্রেন চালানো হবে। সেফটি অডিট রিপোর্ট ইতিমধ্যেই তাদের হাতে এসেছে। মেট্রো রেল সেফটি কমিশনার সতীশ কুমার পান্ডে লখনউ মেট্রো রেলকে গত ১৪ আগস্টে সেফটি সার্টিফিকেট দিয়েছেন। এর অর্থ মেট্রো পরিষেবার বাণিজ্যিক দিকটি ৬ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হবে।

লখনউ মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ মেট্রো রেলের ট্রায়াল রানের পর তার স্পিড নির্ধারণ করেছে ৮০ কিলোমিটার। প্রাথমিক ভাড়া স্থির হয়েছে ৭ টাকা। প্রসঙ্গত, রেকর্ড সময়ে মেট্রো রেলের প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে। মাত্র তিন বছরের মধ্যে শেষ হয়েছে এই কাজ। তবে এতদিন সেফটি সার্টিফিকেট না পাওয়ায় সাধারণের জন্য চালু করা যাচ্ছিল না মেট্রো রেল। তবে মেট্রোর উদ্বোধনের দিনটি নিয়ে নাকি বিতর্ক শুরু হয়েছে।

দিল্লিতে বাড়ছে ডেঙ্গু, গত কয়েক সপ্তাহে আক্রান্ত ৯০০

নয়াদিল্লি, ২৯ আগস্ট : দিল্লিতে ডেঙ্গুতে আক্রান্তের সংখ্যা অবিশ্যাভাবে বাড়ছে। চলতি সপ্তাহগুলিতে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা ৯০০'য় ছাড়িয়ে যাওয়ার পর রোগটি মহামারীর আকারে ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছে। আগস্টের প্রথম দু'টি সপ্তাহে দিল্লিতে এই রোগে আক্রান্তের সংখ্যা যেভাবে বেড়েছে, তাতে হাসপাতালগুলিতে ঠাঁই মেলাও কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে।

ডেঙ্গুর জীবাণু ছড়ায় এক ধরনের বিশেষ মশা। ডেঙ্গুর ভাইরাস বহনকারী এই স্ত্রী মশা একজনের শরীর থেকে অন্যের শরীরে কামড়ে রোগটি ছড়িয়ে দেয়। এই রোগবাহী মশা চিকুনগুনিয়া ছড়ানোর জন্যও দায়ী।

ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে সর্বপ্রথম এই ধরনের জীবাণুগুলির হাত থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। ডেঙ্গু বা চিকুনগুনিয়া হয়েছে মনে করলেই সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পরামর্শও দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। এছাড়া এই রোগ প্রতিরোধে কিছু ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। সাধারণত জীবাণুবাহিত

স্ত্রী মশা কামড়ানোর পর ৫-৬ দিনের মাথায় ডেঙ্গু ধরা পড়ে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা এই রোগের বেশকিছু লক্ষণের কথা জানিয়ে দিল্লিবাসীকে সতর্ক করে দিয়েছেন। এই রোগের প্রধান লক্ষণ হল হঠাৎ হঠাৎ জ্বর আসা। তার সঙ্গে প্রবল মাথাব্যথা। মাশল ও জয়েন্টগুলিতে ব্যথা ক্রমশ বাড়তে থাকে। চোখের পিছন দিকে ব্যথা হতে পারে। ব্যথা হয় স্টমাকে।

এই রোগের আর একটি লক্ষণ হল ডায়েরিয়া। ডেঙ্গুর সঙ্গে নাকি ডায়েরিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। একইসঙ্গে রোগীর বমিও হতে পারে। চিকিৎসকরা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, এইসব লক্ষণগুলির একটিও যদি দেখা দেয়, তবে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের দাবি, ডেঙ্গুর থেকে চিকুনগুনিয়ার লক্ষণগুলি প্রায় এক হওয়ায় অনেক সময় চিকুনগুনিয়া হলে ডেঙ্গু হয়েছে বলে মনে হয়। চিকুনগুনিয়া ও ডেঙ্গুর চিকিৎসার জন্য বিশেষ কোনও ওষুধ নেই। সবচেয়ে ভাল উপায় হল, এই রোগগুলির জীবাণু বহনকারী মশার কামড়ের হাত থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা।

ADD
A Multinational Company needs young and dynamic candidate to join the world's largest Direct Sales division as Sales Coordinator/ Group Leader in Port Blair. Selected candidates will have attractive income opportunity along with great career growth. Candidates with bikes will be preferred. Interested candidates can connect with us at: 9832462844